এভারেষ্ট সিনে কর্পোরেশনের—

চলাচল

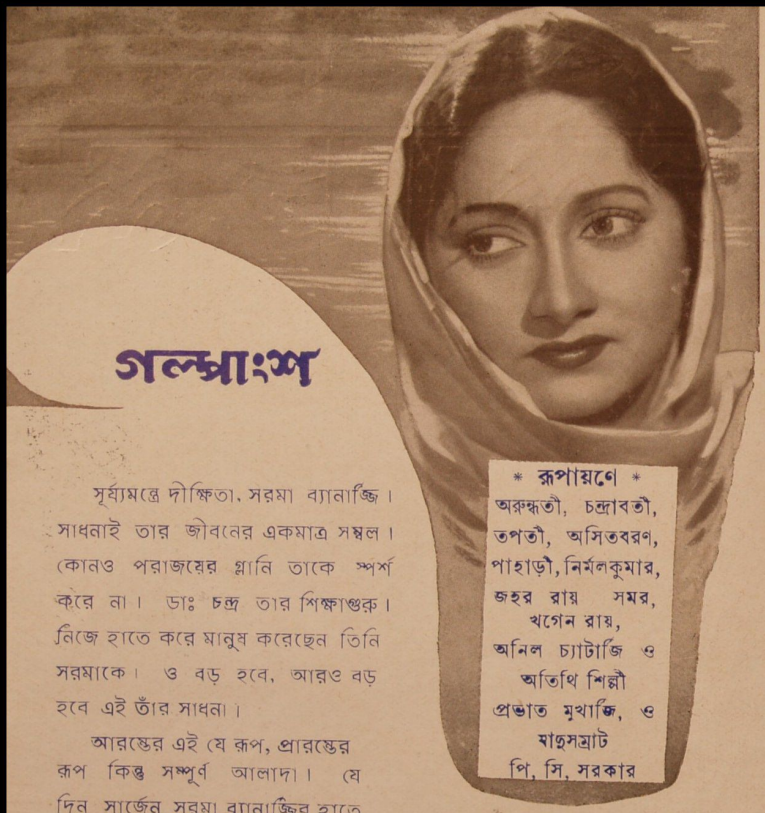

গল্পাংশ

* রূপায়ণে *
অরুন্ধতী, চন্দ্রাবতী,
তপতী, অসিতবরণ,
পাহাড়ী, নির্মলকুমার,
জহর রায় সমর,
খগেন রায়,
অনিল চ্যাটার্জি ও
অতিথি শিল্পী
প্রভাত মুখার্জি, ও
যাদুসম্রাট
পি, সি, সরকার

সূর্য্যমন্ত্রে দীক্ষিতা, সরমা ব্যানার্জি। সাধনাই তার জীবনের একমাত্র সম্বল। কোনও পরাজয়ের গ্লানি তাকে স্পর্শ করে না। ডাঃ চন্দ্র তার শিক্ষাগুরু। নিজে হাতে করে মানুষ করেছেন তিনি সরমাকে। ও বড় হবে, আরও বড় হবে এই তাঁর সাধনা।

আরম্ভের এই যে রূপ, প্রারম্ভের রূপ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। যে দিন সার্জেন সরমা ব্যানার্জির হাতে প্রথম রুগী মরলো অপারেশনের পর এবং মৃতা রুগীর পুত্র এসে সরমাকে উদ্দেশ্য করে বল্‌লো: তুমি আমার মাকে খুন করেছো—You are a murderer. সে দিন এই কথাগুলোই সরমার মনে তুলে দিল সেই প্রারম্ভের যবনিকা। একদিন প্রকাশ্য আদালতে ফরিয়াদি পক্ষের ব্যারিষ্টার চিৎকার করে বলেছিলো; It's a cold blooded deliberate and preposterous murder.

এও পরের কথা, এরও আগের কিছু ইতিহাস আছে—

মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী সরমা। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে কোনও মতে পড়া চলছিলো, এমন সময় সামান্য একটা ঘটনার সূত্র ধরে ওর আলাপ হল অবিনাশের সঙ্গে। সরমা ছিল মেধাবী ছাত্রী আর অবিনাশ ছিল আত্মভোলা বেপরোয়া মানুষ। দু'জনেই ছিলো ডাক্তার চন্দ্রের মনের অতি কাছাকাছি। আলাপটা আলাপই থেকে যেতো যদি না ইতিমধ্যে দু'টো ঘটনা না ঘটে যেতো। ডাঃ চন্দ্রের বন্ধু-পুত্র মণ্টুর জন্য গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন হ'ল। ডাঃ চন্দ্র ডাক দিলেন অবিনাশকে।

অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে অবিনাশ সে কাজ তো নিলই না, কলেজে পড়াও ছেড়ে দিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ চন্দ্রকে সরমার দারিদ্রের কথা জানিয়ে দিলো। ফলে, সরমা গেল মাষ্টারি করতে আর অবিনাশ গেল মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে।

অবিনাশ জীবন-মরণ সংগ্রামে জয়ী হলো, ডাঃ চন্দ্রের সাধনায় আর সরমার সেবায়। ওর স্বাস্থ্য গেল, কিন্তু পরিবর্ত্তে পেলো সরমার সান্নিধ্য।

দিন যায়।—দিনে দিনে ওদের পরিচয় গভীর হয়। ভগ্ন স্বাস্থ্য, অবিনাশ কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট হয়ে জীবিকা অর্জন করে, আর সরমা মণ্টুকে পড়িয়ে নিজের আদর্শের পথে এগিয়ে চলে।

মণ্টুর দাদা বিপিন শেয়ার মার্কেটের পুরুষ সিংহ। টাকার ধ্বজা উড়িয়ে সে একদিন সরমার মন জয় করতে এলো। অবিনাশ-সরমার একটানা সুখের জীবনে জটিলতা দেখা দিলো।

সরমার মনটা বাঙ্গালী মেয়ের কাঁচা মাটির মন নয়। বিপিন তার নাগাল পেলো না কোনও মতেই। মরিয়া হয়ে বিপিন গেল ডাঃ চন্দ্রের কাছে সুপারিশ নিয়ে, সরমার দাদার কাছে দাবী নিয়ে, অবিনাশের কাছে অনুরোধ নিয়ে।

অবিনাশ বুঝলো, ওর আর সরমার মধ্যে যে নিবিড় বন্ধন, তার মায়ায় থাকলে সরমার জীবন অপরিপূর্ণ থেকে যাবে। অথচ ভালবাসার এমন মোহ যে তার থেকে মুক্তি নেই।

কিন্তু তবুও মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে।—ভালবাসার পথ যে ত্যাগের পথদিয়ে চলা। অবিনাশের স্বাস্থ্য ভগ্ন, তিন পুরুষ ধরে যক্ষ্মা রোগের বীজাণু ওদের রক্তে। সরমাকে বিয়ে করে সে অভিশাপ ও ছড়াতে পারবে না কোনও মতেই। কিন্তু সরমা অবিনাশের কোন কথাই শোনে না, কোনও যুক্তিই মানে না। বলেঃ তোমাকে আমি সারিয়ে তুলবো—সেই হবে আমার জীবনের সাধনা। অবিনাশ বলে, ওটা আদর্শের কথা, জ্ঞানের কথা নয়, সরমা.....

ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই চলে না। বিপিনের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে হ'য়ে গেল সরমার। সরমা সহজ হবার চেষ্টা করে, স্বামীর সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি রাখে না, প্রাণপণে তাকে সুখী করার চেষ্টা করে।

বিপিন কিন্তু সহজ হতে পারে না, মন তার সন্দিগ্ধ। অবিনাশ-সরমার সম্বন্ধ ওর কাছে কোনও মতেই সহজ হয় না।

এমনি ভাবেই দিন কাটছিলো, এমন সময় এলো ভাগ্য বিপর্য্যয়ের প্রবল ঝন্‌ঝা। শেয়ার মার্কেটের ঝড়ে বিপিনের সম্পদ গেল, ওর ব্যবসায়ী বন্ধুদের কাছে সম্মান গেল, আর সেই ধাক্কায় ওর মনের বিকার বাইরে প্রকাশ পেলো।

প্রবল ঝড়-জলের রাত। ঘরে-বাইরের গভীর দ্বন্দ্ব নিয়ে সরমা গেল অবিনাশের কাছে তার মনটাকে হালকা করতে।—অবিনাশ বুঝলো ও থাকলে বিপিন-সরমার সম্বন্ধ সহজ হবার নয়।

এদিকে দেউলে হয়ে বাড়ী ফিরে প্রয়োজনীয় দলিল খুঁজতে খুঁজতে বিপিন, সরমার বাক্স থেকে পেল একটা চিঠিঃ কয়েক-বছর-আগেকার-অবিনাশের শিশু সুলভ মনের একটা দুষ্টুমির প্রতীক। সরমার দাদাকে জব্দ করবার জন্য দুষ্টুমী করে অবিনাশ সরমার হাতের লেখা নকল করে লিখেছিলো, "এই নরককুণ্ড থেকে অবিনাশ তুমি আমায় উদ্ধার করো"। ছেলেবেলাকার খেলনার স্মৃতির মতই চিঠিখানা সরমা রেখে দিয়েছিলো। কিন্তু বিপিনের হাতে আজ সেই চিঠিখানাই হয়ে উঠলো বিষাক্ত মারণাস্ত্র।

সরমা বাড়ী এসে দেখলো বিপিন পাষাণ মূর্ত্তির মত বসে আছে।

সরমা এসে দাঁড়ালো বিছানার পাশে—বিপিনের কাছে। বিপিন গভীর ভাবে তাকে দেখলো। বললেঃ সব চেয়ে প্রিয়জন যে, তার ওপর সব চেয়ে বড় প্রতিশোধ কেমন করে নেয় জানো?

সরমা হতভম্ব হয়ে যায়। ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করেঃ কেন? কী হয়েছে?

বিপিন বেশ শান্ত স্বরেই জবাব দেয়ঃ শরীর খারাপ, ওষুধটা দাও তো—

সরমা সযত্নে ওষুধ ঢেলে দেয়।

ওষুধের গেলাস হাতে নিয়ে বিপিন বলেঃ ঐ খানে দাঁড়িয়ে দেখ, আর নিজে তুমি বিষ তুলে দিয়েছো একথা যেন কাউকে বোল না।

সরমা চিৎকার করে ওঠে!

তারপর—

সঙ্গীতাংশ

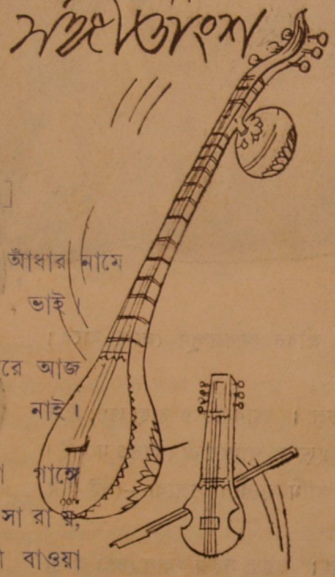

[১]

ভাইরে নিকষ কালো আঁধার নামে
আকাশ জুড়ে ভাই।

কাজল মেঘের আঁধারে আজ
কূলের দেখা নাই।

উজানী স্রোত ভরা গাঙ্গে
ডাকে ইসারায়,
শেষ করে তোর তরী বাওয়া
আয়রে ফিরে আয়।

[illegible]নে তাই মন ছুটে যায়
[illegible]র সীমা নাই
ভাঙ্গা নায়ে ভর করে তোর
মিছেই খোঁজা তীর।

এবার হালের কাঠি পানি ছুঁয়ে
[illegible]রো মুসাফীর।

[illegible] মত যদি অকূল দরিয়ায়
আশা নিয়ে মনে মনে
যারে খোঁজা যায়
ওরে দেখবি তখন হারিয়ে গেছে
যারে কাছে চায়॥

[২]

আমি যাবো যবে হারায়ে
আমার সমাধি পরে
তব নয়নের একটি অশ্রু
বারেক যেন না ঝরে॥

বিরহ ব্যথায় তোমারি কাঁদনে
আমিও কাঁদিব মাটির বাঁধনে
অনল জ্বালা দহিবে আমার
অশান্ত অন্তরে॥

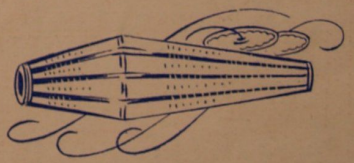

ফুল দিও শুধু ফুল দিও প্রিয়া
ধরণীর বনফুল
তোমারি প্রেমের সেই হবে সমতুল
সুরভি তাহার রহিয়া রহিয়া
প্রেমসুধা রসে ভরিবে এ হিয়া
শত বিরহের বেদনার ভার
রহিবে না ক্ষণ তরে॥

এভারেষ্ট সিনে কর্পোরেশনের

চলাচল

প্রযোজনা ঃ বিদ্যাভূষণ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ অসিত কুমার সেন

কাহিনী ও সংলাপ : আশুতোষ মুখোঃ
সঙ্গীত : ... নির্মল ভট্টাচার্য্য
আবহ সঙ্গীত : ভি, বালসারার
তত্ত্বাবধানে ন্যাশন্যাল অর্কেষ্ট্রা
চিত্রগ্রহণ : .... অনিল ব্যানার্জি ও
অজয় মিত্র
শব্দগ্রহণ ঃ .... গৌর দাস
শব্দগ্রহণ (সঙ্গীতাংশ) ঃ সত্যেন চ্যাটার্জি

উপদেষ্টা : প্রভাত মুখার্জি
সম্পাদনা : .... দুলাল দত্ত
দৃশ্যসজ্জা : .... বটু সেন
ব্যবস্থাপনা : প্রশান্ত ব্যানার্জি
ও খগেন রায়
রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী
গীত রচনা : ৺অনিল ভট্টাচার্য্য
ও শিবদাস ব্যানার্জি

প্রচার পরিচালনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

★ সহকারিবৃন্দ ★

পরিচালনায় : পীযুষ বসু ও বলাই সেন ● চিত্রগ্রহণে : অমিয় সেন ও মনীশ দাশগুপ্ত ● শব্দগ্রহণে : সিদ্ধী নাগ ● সম্পাদনায় : অনীত মুখার্জি
দৃশ্যসজ্জায় : সূর্য্য চ্যাটার্জি ● রূপসজ্জায় : নৃপেন ব্যানার্জি

★ নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে ★

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৃণাল চক্রবর্ত্তী

★ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ★

কুমুদশঙ্কর রায় টি বি হস্পিট্যাল
কে, আর, লিঞ্চ ও শিল্পী : ও, সি, গাঙ্গুলী
ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত
পরিবেশনা (কলিকাতা ব্যতীত) : প্রোগ্রেসিভ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ

★ শ্রীদুর্গা পিকচার্স রিলিজ ★

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্র অলঙ্করণে : আর, এন, বাগচি * মুদ্রাঙ্কণে : জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩